



36850 - তাওয়াফ বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে

প্রশ্ন

আমি তাওয়াফে বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে আমিকী করব? আমিকী তাওয়াফ শেষে করব; নাকি নামায পড়ব? এরপর পুনরায় তাওয়াফ করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাওয়াফ বা সাঈকালে নামাযের ইকামত হয়ে গেলে আপনি তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে নামায আদায় করবেন। এরপর আপনার তাওয়াফের যতটুকু বাকী আছে ততটুকু পরিপূর্ণ করবেন। আপনাকে শুরু থেকে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে না। এমনকি নামাযের কারণে যে চক্করটি স্থগতি করছেন সেটোকো পুনরায় আদায় করতে হবে না।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

যদি কোন প্রয়োজনে তাওয়াফ স্থগতি করে; যখন কোন ব্যক্তি তিনি চক্কর তাওয়াফ করার পর নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তাহলে তিনি নামায আদায় করবেন। এরপর ফরীে এসে তিনি যখনে ছিলেন সেই স্থান থেকে তাওয়াফ করবেন; তাকে হাজারে আসওয়াদে ফেরত যতে হবে না। বরং তিনি তার স্থান থেকে শুরু করবেন এবং তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন। তবে কিছু আলমে এর বিপরীত বলছেন যে, হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে। সঠিকি অভিমত হলো হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করা আবশ্যিক নয়; যখনটি বলছেন একদল আলমে দ্বীন।

অনুরূপভাবে যদি জানায়ার নামায পড়ার জন্য কোন লাশ আনা হয় কিংবা কোন ব্যক্তি যদি কথা বলার জন্য তাকে থামিয়ে দিয়ে কিংবা ভীড় ঘটে কিংবা অন্য এমন যে কোন কিছু ঘটবে। সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তার অবশিষ্ট তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন। এতে কোন অসুবিধা নাই।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ বনি বায (১৭/২১৬)]

শাইখ বনি বায আরও বলেন:

যদি কেউ তাওয়াফে বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি সবার সাথে নামায পড়বেন; এরপর



তাওয়াফ ও সাঈ য়ে পরযন্ত শেষে করছেন তার পর থেকে পরপূরণ করবনে।[সমাপ্ত][ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/২৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যদি কোন ব্যক্তি উমরার তাওয়াফ বা হজ্জের তাওয়াফ বা নফল তাওয়াফে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে নামায পড়বনে। এরপর ফরিে এসে অবশিষ্ট তাওয়াফ পরপূরণ করবনে; নতুনভাবে শুরু করবনে না। আগে য়ে স্থান পরযন্ত শেষে করছেন সেখান তাওয়াফ পরপূরণ করবনে। সংশ্লিষ্ট চক্করটি পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নহে। কোননা পূর্বেরে কৃত আমলটি সঠিকি ভিত্তিরি উপর এবং শরয়িতরে অনুমতক্রমে আদায় হয়েছে। অতএব শরয়িতরে দলিল ছাড়া সটে বাতলি হতে পারনে না।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-৫৩৯)]